যুগান্তর

তারিখ ... 21 APR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৯ ...

# নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন নিয়ে মন্ত্রণালয়-ইউজিসি মতদ্বৈধতা

**[৭০টি নতুন আবেদনের সবগুলো সম্পর্কে নেতিবাচক রিপোর্ট দিয়েছে ইউজিসি]**

যুগান্তর রিপোর্ট

নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) দ্বিমত দেখা দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মন্ত্রণালয় চাচ্ছে নতুন আইন না করা পর্যন্ত আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি তারা দেবে না। তবে ইউজিসি বলছে, প্রক্রিয়া আর স্থগিত রাখা ঠিক হবে না। ওদিকে আরও ৭০টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন জমা রয়েছে মন্ত্রণালয়ে। মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি সূত্র জানিয়েছে, এর মধ্যে ১৭টির ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য ইউজিসিকে সরকার দায়িত্ব দিয়েছে। বর্তমানে দেশে ৫১টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। জানা গেছে, ইউজিসির নজরে নেয়া ১৭টির মধ্যে ৩টিই বর্তমান সরকারের আমলে আবেদন করা। বাকিরা বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় আবেদন করেছিল। সূত্র জানায়, পরিদর্শনে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারেই ইউজিসির তদন্ত দল নেতিবাচক রিপোর্ট দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও কর্মকর্তারা আনুষঙ্গিক স্থাপনা ও অবকাঠামোতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম সম্প্রতি যুগান্তরকে বলেন, দু'বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন বন্ধ রাখা হয়েছিল। তখন যুক্তি ছিল, নতুন আইন করার পর তার অধীনে অনুমোদনের। কিন্তু ৩০ ডিসেম্বর আইন করার পর যেহেতু তা আবার আইনি কারণেই বাদ হয়ে যায়, তাই এ বিষয়ে (নতুন বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন) আর বিলম্ব করা ঠিক হবে না। তিনি জানান, তবে মন্ত্রণালয় চাচ্ছে নতুন আইন হওয়ার পরই অনুমোদন দিতে। সর্বশেষ ২০০৭ সালের ৬ জুন মন্ত্রণালয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেয়ার ব্যাপারে বৈঠক হয়েছিল। ওই বৈঠকে বাগেরহাটের মাজেদা খাতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটের জালালাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং উত্তরাঞ্চলের রংপুর-দিনাজপুর রুরাল সার্ভিস (আরডিআরএস) ইউনিভার্সিটি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। এর আগে ২০ মে অবশ্য মন্ত্রণালয়েরই আরেক বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরেজমিন দেখতে ইউজিসিকে নির্দেশ দেয়া হয়। পরবর্তীতে ইউজিসির তৎকালীন সদস্য অধ্যাপক তারেক শামসুর রেহমানের নেতৃত্বে ইউজিসি টিম সরেজমিন পরিদর্শন করেন। টিম তিনটির ব্যাপারেই নেতিবাচক ধারণা নিয়েছিলো। মতদ্বৈধতা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

## মতদ্বৈধতা : ইউজিসি-মন্ত্রণালয়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সূত্র জানায়, যে ৭০টি নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন জমা পড়ে মন্ত্রণালয়ে, সেগুলোর ব্যাপারে সরকার ইতিবাচক অবস্থানে নেই। এগুলোর মধ্যে ইতিমধ্যেই আবেদনে দুর্বলতা, স্পেশালাইজেশন (বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়) অবস্থানগত (ঢাকা শহরে) সমস্যাসহ নানাবিধ কারণে ৫৩টি স্থাপনের আবেদন নাকচ করে দেয়া হয়েছে। আরও ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যৌক্তিকতা মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত ছিল। এ তিনটি হচ্ছে— বাগেরহাটের মাজেদা খাতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটে জালালাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং উত্তরাঞ্চলে রংপুর-দিনাজপুর রুরাল সার্ভিস ইউনিভার্সিটি। কিন্তু সেগুলোর ব্যাপারেও সরকার শেষ পর্যন্ত ইতিবাচক থাকতে পারেনি।

এদিকে বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় আবেদন করেছে সেগুলোর মধ্যে [illegible] স্থাপন করা হবে [illegible] ব্যবস্থাপনায় [illegible] ভিত্তিক [illegible] স্পেশালাইজড বিশ্ববিদ্যালয়। [illegible] আরও দুটি বিখ্যাত কোম্পানির [illegible] আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু তিনটির ব্যাপারেই ইউজিসি সরকারকে নেতিবাচক পরিদর্শন রিপোর্ট দিয়েছে। ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন রয়েছে। তাই বলে মানহীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়া সম্ভব নয়।